সংবাদ
22 MAR 2017

ফিচার

পড়ার সময়টা বেছে নেয়া খুব জরুরি। কখন কোন বিষয়টি নিয়ে পড়লে আয়ত্ত করে সুবিধা হয় তা ভেবে ঠিক করে নেয়া।

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

রাজধানী ঢাকা থেকে ৪০ কিলোমিটার উত্তরে গাজীপুরের শিমুলতলীতে গাছগাছালিতে ঘেরা ক্যাম্পাস ঢাকা প্রকৌশল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট)। দেশের বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে পাস করা ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের জন্য একমাত্র সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এটি। গাজীপুর জেলা শহর থেকে ৩ কিলোমিটারের দূরের এই ক্যাম্পাসে বহু শিক্ষার্থীর স্বপ্ন ডানা মেলে।

বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির বয়স মাত্র ১৩ বছর। তবে ১৯৮০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্সের অধীনে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণকেন্দ্রে 'কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং' নামে আত্মপ্রকাশ করেছিল প্রতিষ্ঠানটি। মাত্র ৮ জন শিক্ষক ও ১২০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যে 'কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং' পথচলা শুরু করেছিল, নানা পরিবর্তনের পর এখন সেখানে পড়ছেন ২ হাজার ৭৫৭ জন শিক্ষার্থী। যাঁদের মধ্যে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯৯।

বিদেশি শিক্ষার্থীরাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসেন। তড়িৎ ও ইলেক্ট্রনিক কৌশল বিভাগে তিনজন এবং যন্ত্রকৌশল বিভাগে একজন ভিনদেশি ছাত্র আছেন। তাঁরা সবাই নেপাল থেকে এসেছেন। জানা গেল, ভিন দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ডুয়েটের সমঝোতা চুক্তি আছে। চুক্তির আওতায় পাঠাগার, গবেষণাগার, প্রযুক্তিগত সহায়তা ছাড়াও শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি সুবিধা দেওয়া হয়।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি অনুষদের অধীনে সাতটি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে। বিভাগের সংখ্যা মোট ১৩টি। ছাত্রদের পাঁচটি ও ছাত্রীদের জন্য একটি আবাসিক হল আছে। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হলের বাসিন্দা পুরকৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র এইচ আর হাবিব বলছিলেন, 'হলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ভালো। যেহেতু রাজনৈতিক হট্টগোল নেই, তাই আমাদের তেমন কোনো হয়রানির শিকার হতে হয়নি।' তবে হলগুলোতে আসনসংখ্যা অপ্রতুল। প্রতিবছর বিভিন্ন বিভাগে ৫৪০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে। প্রায়ই হলে নবাগত শিক্ষার্থীদের আসন বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব হয় না।

ক্যাম্পাসে রয়েছে বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। প্রায়ই এখানে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। এসব কর্মকাণ্ডের জন্য রয়েছে বেশ কয়েকটি সংগঠন। যেমন সৃজনী, ডুয়েট ডিবেটিং সোসাইটি, ডুয়েট রোবোটিকস ক্লাব, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, ডুয়েট স্পোর্টিং ক্লাব, ডুয়েট চেজ ক্লাব, ডুয়েট এনভায়রনমেন্ট ক্লাবসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠন। নতুন কিছু আবিষ্কারের নেশা আলোড়িত করে এখানকার অনেক শিক্ষার্থীকে।

সহকারী পরিচালক (গবেষণা ও সম্প্রসারণ) মোছা. কামরুন নাহার বলেন, গত ৪ মার্চ মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলোজিতে (এমআইএসটি)আয়োজিত রোবোটিকস প্রতিযোগিতা 'রোবোলিউশন-২০১৭' তে চ্যাম্পিয়ন ও দ্বিতীয় রানার আপ দুটো পুরস্কারই জিতেছে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ডুয়েট) শিক্ষার্থীদের দল।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি থেকে এখন পর্যন্ত ৬ হাজার ৪২৪ জন শিক্ষার্থী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন, যাঁদের অনেকে দেশে-বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে কাজ করছেন । তথ্য সূত্র : অনলাইন